উলঙ্গ রাজা - নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী

নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী এক নিপুণ চিত্রকর। টুকরো-টুকরো কথা দিয়ে মালা গেঁথে তিনি কবিতায় একটির পর একটি ছবি গড়ে তোলেন। সে ছবি আশা-নিরাশার, বিশ্বাস-অবিশ্বাস, ভালোবাসা আর প্রবঞ্চনার। কখনও বাস্তব থেকে কল্পনার পথে যাত্রার, কখনও বা নিসর্গ সৌন্দর্যের, কখনও বা ঘরোয়া আটপৌরে সুখ-দুঃখ মিশ্রিত ক্ষণস্থায়ী আনন্দ-বেদনার। এসবই তিনি করেন খুব নিচুস্বরে, কোমল-নরম শব্দ প্রয়োগে। তাই তাঁর কবিতার অভ্যন্তরে একটা চাঁদের অমল জ্যোৎস্নার মতন মৃদু সঙ্গীত খেলা করে। এ কারণেই তাঁর কবিতা পাঠে একটা আলাদা মজা আছে, আনন্দ আছে। মনের ভেতরে একটা স্বপ্ন-লাগা ঘোর তৈরি করে দেয়। তাই কবি নীরেন্দ্রনাথকে এক জীবন-বীক্ষণের আনন্দময় কবি-রূপে চিহ্নিত করা হয়।

নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তীর 'উলঙ্গ রাজা' কবিতার মূল বিষয় হলো সামাজিক ভণ্ডামি, সত্যকে প্রকাশ করতে ভয় এবং অন্ধ অনুকরণের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ। কবি দেখিয়েছেন যে একটি সমাজে সত্যের উন্মোচনকে সবাই দেখলেও ভয়ে বা কুসংস্কারের বশে কেউ প্রকাশ করে না, বরং উলঙ্গ রাজাকেই সমর্থন করে। সমাজের সবাই যখন দেখছে যে রাজা উলঙ্গ, তখন তারা হাততালি দিচ্ছে বা 'শাবাশ' বলছে। এর মাধ্যমে কবি সমাজের ভণ্ডামি ও সত্যকে গ্রহণ করতে না পারার ভীরুতাকে তুলে ধরেছেন। মানুষ peur বা ভয়ের কারণে সত্যকে প্রকাশ করতে দ্বিধা করে। এমনকি নিজের বুদ্ধিকে অন্যের কাছে বন্ধক দিয়ে দেয়। তাই কবি বলেছেন –

"কেউ-বানিজের বুদ্ধি অন্য মানুষের কাছে বন্ধক দিয়েছে;
কেউ-বা পরান্নভোজী, কেউ
কৃপাপ্রার্থী, উমেদার, প্রবঞ্চক;"

শুধু রাজা নন, পুরো সমাজই যেন বিবস্ত্র হয়ে পড়েছে। এটি সমাজের নৈতিক অবক্ষয় ও সত্যের প্রতি উদাসীনতাকে নির্দেশ করে। অনেক সময় মানুষ নিজের বিচারবুদ্ধি ব্যবহার না করে অন্যের দ্বারা প্রভাবিত হয়, যা এক ধরনের অন্ধ অনুকরণের উদাহরণ। কবিতাটি সমাজের এই ভণ্ডামির বিরুদ্ধে একধরনের প্রতিবাদ। এটি মানুষকে সত্যকে চিনতে এবং তাকে নির্ভয়ে প্রকাশ করতে উৎসাহিত করে।

দুঃখে-বেদনা-যন্ত্রণায় কবির মন ছিন্নভিন্ন হলেও সময়সংকটকে তিনি তাঁর কবিতায় তুলে ধরেছেন চিত্রণের ভঙ্গিতে। কখনও তাঁর মনের ক্ষোভ শব্দের বারুদ নিয়ে ফেটে

পড়েনি। বরং তিনি নিপুণ কায়দায় বারুদের গন্ধকে পৌঁছে দিয়েছেন মনস্তাত্ত্বিক-বিশ্লেষণে পাঠকের অন্তরের গহনে।

সমকাল চেতনা কবি নীরেন্দ্রনাথের কবিতায় বেশ প্রখরভাবেই উপস্থিত হয়েছে। নিজ অভিজ্ঞতার দর্পণের আলোকে সে চেতনাবোধ কবিতায় এনেছে এক আন্তরিকতা। কবি নীরেন্দ্র এই আশ্চর্য আন্তরিকতার বশেই তাই রচনা করেন অনায়াসে 'উলঙ্গ রাজার' মতন একটি নিটোল কবিতা। কবিতাটি বেশ ব্যঞ্জনাবহুল। কবিতাটির শেষ স্তবকের কটি পংক্তিতে ব্যঙ্গের মধ্য দিয়ে যুগসংকটের ছবি কবি স্পষ্ট করে তুলে ধরেছেন। একই সঙ্গে তিনি 'রাজা'র প্রতীকী ব্যঞ্জনায় শুক্তি মদমত্তায় স্ফীত অহংসর্বস্ব মানুষের নগ্নতাকে তুলে ধরেছেন। 'রাজা, তোর কাপড় কোথায়?' এই শেষপংক্তিটির মাধ্যমে তিনি তথাকথিত প্রচলিত System-কে ধাক্কা দিয়ে চাটুকারীদের নির্লজ্জতার মুখোশটাকে একেবারে টেনে হিঁচড়ে দিয়েছেন। এই কবিতাটিতে 'উলঙ্গ রাজা' অর্থাৎ রাজার তোষামোদকারীদের স্বরূপও তিনি নিপুণভাবে চিত্রিত করেছেন। কবি ভাষায়-

“নেমেছে গল্পের রাজা বাস্তবের প্রকাশ্য রাস্তায়।

আবার হাততালি উঠছে মুহুর্মুহু;

জমে উঠছে

স্তাবকবৃন্দের ভিড়।”

‘উলঙ্গ রাজা’ কবিতাটি সমাজের এক গভীর সামাজিক ও নৈতিক চিত্র তুলে ধরে, যেখানে সত্যের থেকে লোকদেখানো বা ভীরুতাকে বেশি গুরুত্ব দেওয়া হয়। কবিতাটি মানুষের মধ্যে সাহস ও সত্যবাদিতার গুরুত্ব তুলে ধরে, যাতে তারা ভীরু না হয়ে শাসকের অন্যায়ের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াতে পারে।

ড. সৌমেন দেবনাথ, সহকারী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, ডোমকল কলেজ